রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ১৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৯৪—দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

২। জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২২ চৈত্র ১৪২৭/০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২২ চৈত্র ১৪২৭ / ০৫ এপ্রিল ২০২১

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ১৯৫১ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার মেদিনীমন্ডল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মুখ সমরে অপরিসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ১৯৯৩ সালে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে সর্বপ্রথম একই সঙ্গে দেশের ৫টি স্থান হতে পত্রিকাটি প্রকাশ করে সংবাদপত্র শিল্পে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রকাশনার জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতায় জনকণ্ঠ পত্রিকাটি দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে পাশাপাশি পত্রিকাটি জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীনতাবিরোধীদের বিপক্ষে সরব অবস্থানে থেকেছে। তিনি তাঁর লেখনীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন এবং কার্যকরভাবে তা প্রচার করেছেন। জনাব আতিকউল্লাহ খানের 'সেই রাজাকার' গ্রন্থটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ তৎকালীন সফল তরুণ শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার অন্যতম অংশীদার হিসাবে সুদীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় দেশের নির্মাণ, আবাসন, কৃষি, প্রযুক্তি, ঔষধ, কেবল-নেটওয়ার্ক, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন খাতে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন; যা দেশের মানুষের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ব্যক্তি জীবনে জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁর মৃত্যুতে দেশ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের একজন পুরোধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আতিকউল্লাহ খান মাসুদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd